দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 5 1999

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ইসলামের উপর জুলুমকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-ওলামা এবং মাদ্রাসা ছাত্ররা আল্লাহর দালালী ছাড়া অন্য কারো দালালী করে না। তারা আল্লাহর রাজনীতি করে। ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী কর্মীদের উপর জুলুম বন্ধ করা না হলে ষড়যন্ত্রকারীরা পালাবার পথও পাবে না।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নোয়াখালী জেলা জনসভা মাইজদিকোর্ট টাউন হল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আমীর এডভোকেট ছিদ্দিকুল্লাহ জায়েগী ছাহেব। বক্তৃতা করেন খেলাফত আন্দোলনের আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ আশরাফ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর, মহাসচিব মাওলানা মোঃ জাফরুল্লাহ খান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট হোসাইন আহমদ, নোয়াখালী জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট নূরুজ্জামান, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব কাজী আজীজুল হক, ডাঃ আতাউর রহমান চৌধুরী, মাওলানা মুজীবুর রহমান হামিদি, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ।

হযরত মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ আশরাফ বলেন, "এই দেশে চীনপন্থী কম্যুনিস্টরা রাজনীতি করেছে, রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা রাজনীতি করেছে, আমেরিকাপন্থীরা রাজনীতি

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করছে, ক্ষমতায় যাচ্ছে, তাহলে ইসলামী তালেবানপন্থীরা কেন রাজনীতি করতে পারবে না? এর নামই কি গণতন্ত্র? এর নামই কি মত প্রকাশের স্বাধীনতা? সরকার জাগো মুজাহিদ অফিস, ইসলামী সাহায্য সংস্থা ও মাদ্রাসায় হানা দিয়ে কোন অস্ত্র বা গুলী খুঁজে পায়নি। এতেই বুঝা যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ন্যায়পরায়ণ, তারা দেশের আইন মেনে চলেন। তাঁদের সাথে যে অযৌক্তিক অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে তার কারণে জুলুমকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা আল্লাহর দালাল। আমরা আল্লাহর রাজনীতি করি। আল্লাহই আমাদের হেফাজত করবেন। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নিরীহ মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করে বলেন, ইসলামী প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা ও ইসলামী কর্মীদের উপর জুলুম বন্ধ না করলে পালাবার পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুহতারাম আমীর পীর সাহেব চরমোনাই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ঈদের পূর্বদিন কবি শামসুর রাহমানের কথিত হামলা মূলত একটি কল্পিত নাটকীয় হামলা কিনা এটাই জনমনের সন্দেহমাত্র। এ কল্পিত হামলাকে কেন্দ্র করে দেশের ইসলামী মূল্যবোধের মূল উৎপাটনের নীল নকশা হিসেবে তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী ও একশ্রেণীর নাস্তিক-মুরতাদরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ হতে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা বন্ধের নামে ওরা ইসলামকে এদেশ হতে বিদায় দেবার পরিকল্পনা এঁটেছে।

বর্তমান সরকার কথিত একটি ইস্যু নিয়ে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার জন্য অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় বক্তাগণ একথা বলেন।

নগরীর পুরানা পল্টনে ছাত্র আন্দোলন পরিষদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক মাওঃ আঃ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাওঃ মফিজুল ইসলাম, মাওঃ আবদুল্লাহ্ -আল-আরিফ, মাওঃ শাহজাহান, মাওঃ মুতাছিম বিল্লাহ প্রমুখ।

মাদ্রাসাসমূহে পুলিশী হয়রানির কথা উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন, কওমী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় তল্লাশীর নামে মাদ্রাসা ছাত্রদের হয়রানি করে যাচ্ছে।

কর্মসূচী

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মুহতারাম আমীর পীর সাহেব চরমোনাই-এর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ (শুক্রবার) বিকাল ৪টায় পুরানা পল্টন মসজিদ সড়কে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।